আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় এক মাদক ব্যবসায়ীকে ১৫ দিনের জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতা লিটন আলী এই আদেশ দেন।

মাদক ব্যবসায়ী হলেন, উপজেলার কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কালিদাসপুর সাদা ব্রীজপাড়ার মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে শফি উল্লাহ। দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের আসাননগর কপাটের কাছে থানার এসআই সুফল ও এএসআই কামরুল ইসলাম ওঁৎ পেতে থাকেন। মাদক ব্যবসায়ী কৌশল অবলম্বন করে নেশা জাতীয় ইনজেকশন বিক্রির সময় পুলিশ তাকে আটক করে।

নেশা জাতীয় ইনজেকশন ব্যবসার অপরাধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমের ১৫ দিনের করে জেল দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়ল ৩ অক্টোবর পর্যন্ত

বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) কারণে কওমি মাদ্রাসা ছাড়া দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি আগামী ৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বন্ধ ছিল। তবে গত ২৪ আগস্ট কওমি মাদরাসা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে টিভিতে ক্লাস সম্প্রচার করা হচ্ছে। আর উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষাস্তরে অনলাইনে ক্লাস পরিচালনা করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো।

মহামারির কারণে এবছর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে স্কুলে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে মূল্যায়ন করা হবে।

এজন্য পঞ্চমের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিও পাবে না। তবে চালু থাকবে উপবৃত্তি। তবে অষ্টমের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসেনি। নভেম্বরে পঞ্চম ও অষ্টমের সমাপনী পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল।

মির্জা ফখরুলসহ ৫ নেতার নাশকতা মামলার স্থগিতাদেশ বহাল

রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া নাশকতা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ পাঁচ নেতার মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন শুনানি নিয়ে তা নিষ্পত্তি করে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের বিচারপতির আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মামলায় মির্জা ফখরুল ইসলাম ছাড়া বিএনপির অন্য নেতারা হলেন, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু, আমানুল্লাহ আমান, স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান ও ইকবাল হাসান টুকু।

আদালত একইসঙ্গে, মামলার অভিযোগ আমলে নেয়ার আদেশ বাতিল প্রশ্নে হাইকোর্টের জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বলেছেন আদালত। তবে রুল

নিষ্পত্তির দিন তারিখ উল্লেখ করেননি আপিল বিভাগ।

আদালতে বিএনপি নেতাদের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

জেএসসি জেডিসি পরীক্ষা স্থগিত

মহামারীর করোনাভাইরাসের কারণে ২০২০ সালের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।

বৃহস্পতিবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বছর পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ইবতেদায়ি পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন প্রস্তাবে সম্মতি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ি পরীক্ষা বাতিলে সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পাঠানো হয়। এতে এ দুই পরীক্ষার পরিবর্তে স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি পরীক্ষা বাতিল করা হলে এ বছরের জন্য মেধাবৃত্তিও না দেয়ার প্রস্তাবও ছিল এতে।

পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পরীক্ষা বাতিলের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে সেটি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য, মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৮ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো প্রস্তাবে মন্ত্রণালয় বলেছে– ১৮ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকায় ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ৭১টি কর্মদিবস নষ্ট হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের ৪০৬ বিষয়ভিত্তিক পাঠদান ক্ষতিগ্রস্ত। ১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত সিলেবাসের মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ পড়ানো

সম্ভব হয়েছে। পাঠ্যবইয়ের অবশিষ্ট অংশ শেষ করতে কমপক্ষে ৫০ কর্মদিবস দরকার। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পাঠদান কার্যক্রম চালানো সম্ভব হলেও ৫০ কর্মদিবস পাওয়া যাবে না।

এতে আরও বলা হয়, করোনাভাইরাসের বিদ্যমান প্রাদুর্ভাবে সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া সম্ভব হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত এখনও নেয়া হয়নি। খুলে দেয়া হলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে নাও পাঠাতে পারেন। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার পর ভাইরাস পরিস্থিতিতে পুনরায় বন্ধ করে দিতে হয়েছে। অন্যদিকে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর টেলিভিশনে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী টেলিভিশন পাঠদানের সুযোগটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

সম্প্রতি বেতারে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এতে ৯৭ দশমিক ৬ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঠদানের আওতায় আসতে পারে। এ ছাড়া ৭৬ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লেখাপড়ার বিষয়ে কথা বলতে পেরেছে।

গাংনীতে প্রবাসির স্ত্রীকে ধর্ষন, গ্রেপ্তার-৩

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে এক প্রবাসির স্ত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহষ্পতিবার সকালে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরা হচ্ছে-চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নান্দবার গ্রামের কাবের আলীর ছেলে আফাঙ্গির আলম (২৮), জহুরুল ইসলামের ছেলে আকরামুল(১৮) ও মিজানুর রহমানের ছেলে জামাল(২০)।

ধর্ষিতা গৃহবধুকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ও গ্রেপ্তারকৃতদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান, আফাঙ্গির

আলম মোবাইল ফোনে ওই গৃহবধুর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

বুধবার রাতে সে তার দুই সহযোগি আকরামুল ও জামালকে সাথে নিয়ে গৃহবধুর বাড়িতে এসে তাকে ধর্ষণ করে ভ্যানযোগে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় স্থানীয় লোকজন তাদেরকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই গৃহবধুসহ চারজনকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আফাঙ্গির ধর্ষনের কথা স্বীকার করে ও তাকে সহযোগিতা করেছে দুই বন্ধু আকরামুল ও জামাল।

পুলিশ আফাঙ্গির আলমের নামে ধর্ষন ও আকরামুল ও জামালকে ধর্ষনের সহযোগি হিসেবে মামলা দিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করে।

মুজিবনগরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ

মুজিবনগরে ভুল চিকিৎসায় তাসলিমা(২৩) নামের এক প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। সিজার করার পর অপারেশন টেবিলেই তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার।

বুধবার বিকালে মুজিবনগর কেদারগঞ্জের কুদরত-ই-খোদা ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে। মৃত্যুর পর দায় এড়াতে কৌশলে তাসলিমাকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে পাঠায় ক্লিনিক কতৃপক্ষ। মৃত তাসলিমা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের ভুট্টোর স্ত্রী। তবে প্রসূতি তাসলিমা খাতুন মারা গেলেও সদ্য ভুমিষ্ট বাচ্চাটি সুস্থ্য আছে।

পরিবারিক সুত্রে জানা যায়, তাসলিমা খাতুনের প্রসব বেদনা উঠলে স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দ্রুত সিজার করার পরামর্শ দেন ডাক্তাররা। পরে বুধবার দুপুর ২ টার দিকে ডা. রিসার্ড সরেন তাসলিমাকে সিজার করে।

পরে রোগীর কোন সাড়াশব্দ না থাকায় আমাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন ডা. রিসার্ড সরেন। পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিসক ডা. মাহাববুল

হাসান মেহেদী তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মখলেছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আমাদের হাসপাতালে সাড়ে তিনটার দিকে তাসলিমা নিয়ে আসা হয়। আমরা পরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষনা করি। তবে ঘন্টাখানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমাদের ধারনা।

কুদরতি-ই-খোদা ক্লিনিকের ডা. রিসার্ড সরেন বলেন, আমি সিজার করার পর সে সুস্থ ছিল। পরে তার হার্টেও সমস্যা দেখা দেয়।

এ অবস্থায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। অপারেশন টেবিলেই তার মৃত্যু হয় এমন অভিযোগ অস্বিকার করে তিনি জানান, আমার মনে হয় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে না হয় যাওয়ার সময় রাস্তায় তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে কৃষক হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে ফেরদৌস আলী নামের এক কৃষক হত্যার দায়ে কাবিদুল ইসলাম নামের একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

আসামী কাবিদুল ইসলাম সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের সাবদার আলীর ছেলে এবং নিহত ফেরদৌস আলী একই গ্রামের আজিবুর রহমানের ছেলে। রায় ঘোষনার পর আসামী কাবিদুল ইসলামকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ৭ জুলাই সন্ধ্যার সময় রাজাপুর-বারাকপুর চার রাস্তার মোড়ের একটি মাঁচায় ফেরদৌস আলী বসে ছিলেন। ওই সময় ঘাস কাটাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে কাবিদুল ইসলাম ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখম করে কবিদুল। পরে

ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঐ ঘটনায় ফেরদৌসের ভাই রবগুল আলী বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। ৭ জন সাক্ষি তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার সাক্ষ্য ও নথি পর্যবেক্ষন শেষে আদালত আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

মামলায় রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসমী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন শহিদুল ইসলাম।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে গাছের চারা ও প্রতিবন্ধীদের ভাতা কার্ড বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ২৬০ টি প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির মাঝে ভাতা কার্ড, গাছের চারা ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দেয়া মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদ প্রাঙ্গনে গাছের চারা ও প্রতিবন্ধীদের ভাতা কার্ড সহ মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন, দিলিপ মল্লিক, আনোয়ারুল ইসলাম, কাজী কোমরউদ্দীন সেলিম, সংকর বিশ্বাস, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নারগীস খাতুন, শাহিনুর খাতুন সহ সকল ইউপি সদস্যগণ।

প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড ও গাছের চারা বিতরণ করার আগে ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষীকি উপলক্ষে আলোচনা করা হয়।

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধে ছোট ভাইয়ের হামলায় বড় ভাইসহ দু’ভাতিজা জখম

মেহেরপুরের গাংনীর নওদাপাড়া গ্রামে জমি ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধে ছোট ভাইয়ের হামলায় বড় ভাইসহ দুই ভাতিজাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে আপন ছোট ভাই। বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন,গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামের জাহাবকসের ছেলে ইমদাদুল হক(৫০),ইমদাদুলের বড় ছেলে মিলন হোসেন(৩০) ছোট ছেলে নিলচাদ(২৫)।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তাদের অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন জরুরী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ দেবাসিস।

আহতদের পরিবার সুত্রে জানা গেছে, নওদা পাড়া গ্রামের জাহা বকসের দুই ছেলে ইমদাদুল ও ইয়াদুলের সাথে ১০ কাঠা বাড়ির জমি নিয়ে ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। উক্ত জমি জাহাবকসের ছোট ছেলে ইয়াদুল জোর করে বেশি জমি ভোগ দখল করে।

উক্ত জমি সমান অংশে ভাগাভাগির জন্য ইমদাদুল প্রস্তাব দিলে ছোট ভাই ইয়াদুল ও তার ছেলে হিমেল ক্ষিপ্ত হয়ে ধারানো অস্ত্র রামদা দিয়ে ইমদাদুল,মিলন ও নিলচাদকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

এব্যপারে হামলাকারি ইয়াদুল ও হিমেলের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তারা পালাতক থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়্ ◌াহবে।

[redacted]

[redacted]